

সূরা আল্ মা'আরেজ-৭০

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

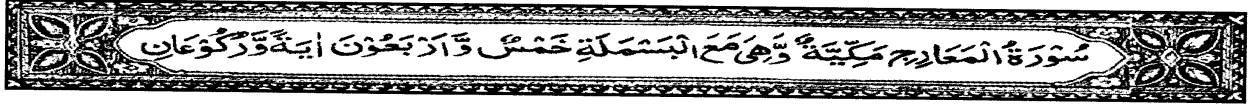
★[এ সূরাটি মক্কী সূরা। বিস্মিল্লাহ্‌সহ এতে ৪৫টি আয়াত রয়েছে।

এর প্রথম আয়াতেই আল্লাহ্ তাআলা এরূপ একটি আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, যা কাফিররা প্রতিরোধ করতে পারবে না। এরপর আল্লাহ্ তাআলাকে 'যুল মা'আরেজ' (অর্থাৎ সব উচ্চতার অধিপতি) বলে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ স্তরে স্তরে উন্নীত আকাশের প্রতি লক্ষ্য করলে তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার) উচ্চতা কিছুটা বুঝা যেতে পারে। অন্যথা তাঁর উচ্চতা কেউ বুঝতে পারবে না। এখানে যে উচ্চতার কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে এরূপ একটি বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এর উল্লেখ এ সূরায় 'খামসীনা আল্‌ফা সানাতিন' (অর্থাৎ যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর) সম্পর্কিত আয়াতে (অর্থাৎ ৫ আয়াতে) রয়েছে যে ফিরিশতারা তাঁর দিকে পঞ্চাশ হাজার বছরে আরোহণ করে। পঞ্চাশ হাজার বছরে আরোহণ করার দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথমত আক্ষরিক অর্থে পঞ্চাশ হাজার বছর। এ অর্থ যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে এতেও কোন সন্দেহ নেই, প্রত্যেক পঞ্চাশ হাজার বছর পরে পৃথিবীতে এরূপ জলবায়ুর পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে থাকে যে সারা পৃথিবী বরফে আচ্ছাদিত হয়ে যায় এবং এরপর সম্পূর্ণরূপে নতুন সৃষ্টির সূচনা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত এটা ভাববার বিষয়, এখানে 'মীম্মা তাউদুন' (অর্থাৎ যা তোমরা গণনা কর) বলা হয়নি। কুরআনের অন্য এক আয়াতে এক হাজার বছরের উল্লেখ রয়েছে। সেটিকে এর সাথে মিলিয়ে পড়লে অর্থ দাঁড়াবে, তোমাদের হিসাব অনুযায়ী যদি এক হাজার বছর গণনা করা হয় তাহলে আল্লাহ্ তাআলার একদিন সেই এক হাজার বছরের সমান হবে। প্রত্যেক দিনকে যদি এক বছরের ৩৬৫ দিন দিয়ে গুণ করা হয় এবং এরপর একে পঞ্চাশ হাজার বছরের দিনগুলো দিয়ে গুণ করা হয় তাহলে যে সংখ্যা দাঁড়াবে তা আল্লাহ্‌র দিনসমূহের মেয়াদ নির্ধারণ করে দেয়। অতএব এই হিসাবে আল্লাহ্ তাআলার দিন অনুযায়ী যদি পঞ্চাশ হাজার বছরকে গুণ করা হয় তাহলে সংখ্যাটি দাঁড়াবে আঠার থেকে বিশ বিলিয়ন বছর, যা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে বিশ্বজগতের বয়স $(১৮,২৫০,০০০,০০০ = ৩৬৫ \times ৫০০০০ \times ১০০০)$ অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিশ্বজগত এ বয়সে পৌঁছে আবার অনন্তিত্বের মাঝে বিলীন হয়ে যায় এবং এরপর পুনরায় অনন্তিত্ব থেকে অন্তিত্ব সৃষ্টি করা হয়।

এটি এতবড় মেয়াদকাল যে মানুষ একে অনেক দূরের ব্যাপার বলে মনে করে। কিন্তু আযাব যখন সংঘটিত হবে সে মুহূর্ত সম্পূর্ণরূপে নিকট বলে মনে হবে। সেটি এমন আযাব হবে যে মানুষ তার নিজের নিকটাত্মীয়দেরকে এবং নিজ প্রাণ, ধনসম্পদ ও সব কিছু এর বিনিময়ে মুক্তিপণরূপে দিয়ে এ থেকে রক্ষা পেতে চাইবে। কিন্তু এমনটি হতে পারবে না। অবশ্য আযাবের পূর্বে মু'মিনদের মাঝে যদি এ গুণ থাকে যে তারা নিজেদের নামায়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সব সময় তা ভীতির সাথে আদায় করে এবং এ ছাড়া নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করার লক্ষ্যে তাদের প্রতি আরোপকৃত সব শর্ত পূর্ণ করে তাহলে তারা হবে সেসব ভাগ্যবান যাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করা হবে।

৪২ নম্বর আয়াতে পুনরায় সতর্ক করা হয়েছে, আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। অতএব তোমরা অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত না হলে তোমাদের স্থলে নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসতে আল্লাহ্ সক্ষম। এরপর যে আযাব সংঘটিত হওয়ার সংবাদ দেয়া হয়েছে এরই উল্লেখের মাধ্যমে এ সূরার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের) (রাহ:) কর্তৃক উদ্ভূত অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা নেয়া হয়েছে)]



সূরা আল্ মা'আরেজ-৭০

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ৪৫ আয়াত এবং ২ রুকু।

১। *আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (৩) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। একজন প্রশ্নকারী^{৩১১} এক অবশ্যজীবীরূপে *সংঘটিতব্য আযাব সম্বন্ধে প্রশ্ন করলো।

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ

৩। (স্মরণ রেখো) কাফিরদের ওপর থেকে এ (আযাব) *কেউ টলিয়ে দিতে পারবে না।

لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ

৪। সব উচ্চতার অধিকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে (এ আযাব আসবে)^{৩১২-ক}।

فَإِنَّ اللَّهَ ذِي الْمَعَارِجِ

৫। ফিরিশ্তারা এবং 'রুহ' (অর্থাৎ জিব্রাঈল) তাঁর দিকে এরূপ একদিনে আরোহণ করে যা (তোমাদের) গণনায় পঞ্চাশ হাজার বছর^{৩২০}।

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مُقَدَّارُهُ عَشِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

৬। *সুতরাং তুমি উত্তমভাবে ধৈর্য ধারণ কর।

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَبِيلًا

৭। তারা নিশ্চয় এ (দিনকে) অনেক দূরে দেখছে।

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَؤْسًا

৮। কিন্তু আমরা একে নিকটে দেখছি।

وَنَرَاهُ قَرِيبًا

৯। সেদিন আকাশ গলিত তামার ন্যায় হয়ে যাবে

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلْهِلِ

১০। *এবং পাহাড়পর্বত ধূনো পশমের ন্যায় হয়ে যাবে^{৩২১}

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ

দেখুন : ক. ১ঃ১ খ. ৫২ঃ৮ গ. ৫২ঃ৯; ৫৬ঃ৩ ঘ. ১৫ঃ৮৬ ঙ. ২০ঃ১০৬; ১০১ঃ৬।

৩১১। “অনুসন্ধানকারী” বা ‘প্রশ্নকারী’ ব্যক্তি বলতে ভাষ্যকারদের কেউ কেউ নাযর বিন আল্ হারেস বা আবু জাহলকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্নকারী কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি না হলেও আসে-যায় না। কেননা সকল অবিশ্বাসীই প্রশ্নকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিল। তারা বার বার মহানবী (সা:)কে নানাভাবে চ্যালেঞ্জ করেছে যে তোমার বিঘোষিত ভয়ঙ্কর শাস্তি আমাদের উপর নামিয়ে আন দেখি (৮ঃ৩৩; ২১ঃ৩৯; ২৭ঃ৭২; ৩২ঃ২৯; ৩৪ঃ৩০; ৩৬ঃ৪৯; ৬৭ঃ২৬)।

৩১২-ক। আল্লাহ তাআলা তাঁর ভক্তগণকে বহু উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেন।

৩১২০। ‘আর রুহ’ অর্থ মানবাত্মা। আয়াতটির তাৎপর্য হলো, আত্মার উন্নতি ও উর্ধ্ব গতির সীমা-পরিসীমা নেই। আয়াতটির অন্য অর্থ হতে পারে : ঐশী দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও কর্মসূচী হাজার বৎসরে বাস্তবায়িত হয়। আয়াতটি এই কথাও বুঝাতে পারে যে কোন বিশেষ ও বড় ধরনের পরিবর্তন সাধনের জন্য পঞ্চাশ হাজার বৎসরের নির্দিষ্ট মেয়াদের কাল-চক্রও অবধারিত থাকে। কারণ ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার জন্য বিভিন্ন নির্দিষ্ট সময়, বহু যুগ, যুগান্ত ও কাল-চক্রের প্রয়োজন হয়।

৩১২১। এই আগবিক ও হাইড্রোজেন বোমার যুগে তুলা-ধূনার মত পাহাড়-পর্বতও ছিন্ন-ভিন্ন হওয়া বিচিত্র নয়। এর আশঙ্কাও আছে।

১১। ^কআর কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু আরেক অন্তরঙ্গ বন্ধুর (অবস্থা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করবে না।

وَلَا يَسْأَلُ حِينَ مَحْيَا ۝

১২। (কেমনা সেদিন প্রত্যেকের অবস্থা) তার (বন্ধুদের) ভালভাবে দেখিয়ে দেয়া হবে। ^খঅপরাধী সেই দিনের আযাব থেকে রক্ষা পেতে মুক্তিপণরূপে দিতে চাইবে নিজ সন্তানদের

يُصَدِّقُهُمْ يَوْمَ الْمَجْزِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ ۝

১৩। ^গএবং নিজ স্ত্রী ও নিজ ভাইদের

وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۝

১৪। এবং আশ্রয়দাতা নিজ জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে

وَقَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ۝

১৫। এবং পৃথিবীর সবাইকে যাতে এ (মুক্তিপণ) তাকে (আযাব) থেকে মুক্তি দেয়^{১২২}!

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۝

১৬। সাবধান! নিশ্চয় এ হলো ধোঁয়াবিহীন এক অগ্নিশিখা,

لَا إِلَهَ إِلَّا هِيَ ۝

১৭। (যা) ^ঘচামড়া খসিয়ে ফেলবে।

نَزَّاعَةٌ لِّلشَّوْءِ ۝

১৮। এ (অগ্নিশিখা) এমন সব লোককে ডাকবে যারা (সত্য) উপেক্ষা করেছে এবং ফিরে গেছে

تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ۝

১৯। ^ঙএবং (তাকেও ডাকবে) যে (ধনসম্পদ) জমা করেছে।

وَجَمَعَ فَأَوْعَى ۝

২০। নিশ্চয় মানুষকে অধৈর্য (ও) কৃপণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে^{১২৩}।

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝

২১। ^চসে যখন কোন কষ্টের সম্মুখীন হয় (তখন সে) খুব হাহাশ করে

إِذَا مَتَّه الشَّرُّ جَزُوعًا ۝

২২। এবং সে যখন কোন কল্যাণ লাভ করে (তখন সে) অত্যন্ত কৃপণ হয়ে যায়।

وَإِذَا مَتَّه الْخَيْرُ مُنُوعًا ۝

২৩। কিন্তু নামাযীদের কথা ভিন্ন,

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝

দেখুন : ক. ৪৪ঃ৪২; ৬৯ঃ৩৬ খ. ৫ঃ৩৭; ১৩ঃ১৯; ৩৯ঃ৪৮ গ. ৩১ঃ৩৪; ৮০ঃ৩৭ ঘ. ৭৪ঃ৩০ ঙ. ৯ঃ৩৪; ৫৩ঃ৩৫; ১০৪ঃ৩ চ. ১১ঃ১০।

৩১২২। এই আয়াতগুলোতে বিচার-দিবসের কী ভয়ঙ্কর চিত্রই না তুলে ধরা হয়েছে! মহাসঙ্কটের মুখো-মুখী দাঁড়িয়ে মানুষ নিজেই বাঁচাবার জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এমন কি নিজের প্রিয়তমা স্ত্রী-পুত্র ও সন্তান-সন্তুতিকে পর্যন্ত উৎসর্গ করতেও দ্বিধা বোধ করে না।

৩১২৩। প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ অধৈর্যশীল ও কৃপণ। 'খুলিকা'র এই অর্থের স্বপক্ষে দেখুন ২১ঃ৩৮; ৩০ঃ৫৫।

২৪। ১. যারা তাদের নামাযে সদা প্রতিষ্ঠিত থাকে।

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। ২. আর তাদের (কথাও ভিন্ন) যাদের ধনসম্পদে নির্ধারিত অধিকার রয়েছে^{৩১২৪}

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٥﴾

★ ২৬। ভিক্ষুকদের জন্য এবং অভাবীদের জন্য যারা হাত পাতে না^{৩১২৫}।

لِلسَّائِلِ وَالنَّكَارِثِ ﴿٢٦﴾

২৭। আর তাদের (কথাও ভিন্ন) যারা বিচার দিবসের^{৩১২৫-ক} সত্যায়ন করে।

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّمَاتِ اللَّهِ ﴿٢٧﴾

২৮। আর তাদের (কথাও ভিন্ন) যারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের আযাব সম্পর্কে ভীত।

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُتَّقُونَ ﴿٢٨﴾

★ ২৯। তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আযাব নিশ্চয় (এমন হয়ে থাকে যা) থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না।

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٩﴾

৩০। ৩. আর তাদের (কথাও ভিন্ন) যারা নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের সুরক্ষা করে,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٣٠﴾

৩১। ৪. কেবল তাদের স্ত্রী অথবা তাদের অধিকারভুক্ত (মহিলাদের) ছাড়া। নিশ্চয় তারা তিরস্কৃত হবে না।

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣١﴾

৩২। ৫. কিন্তু যারা এর বাইরে যেতে চায় তারাই সীমালংঘনকারী।

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩। ৬. আর তাদের (কথাও ভিন্ন) যারা তাদের (কাছে গচ্ছিত) আমানত এবং তাদের অঙ্গীকার সম্পর্কে যত্নবান থাকে।

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعَايُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪। আর তাদের (কথাও ভিন্ন) যারা নিজেদের সাক্ষ্যে অটল থাকে।

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٤﴾

★ ৩৫। আর তাদের (কথাও ভিন্ন) যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে যত্নবান থাকে।

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٥﴾

দেখুনঃ ক. ২৩ঃ১০ খ. ৫১ঃ২০ গ. ২৩ঃ৭ ঘ. ২৩ঃ৭ ঙ. ২৩ঃ৮ চ. ২৩ঃ৯।

৩১২৪। বিশ্বের সকল সম্পদ বিশ্ব-মানবের সকলেরই সম্পদ। অতএব কোন বস্তুর উপরেই কোন ব্যক্তি-বিশেষের একচেটিয়া মালিকানা বর্ততে পারে না। ধর্মের সম্পদে গরীবের আইন-সঙ্গত অংশ রয়েছে।

৩১২৫। 'মাহরুম' শব্দটি এসব লোককে বুঝায়, যারা শারীরিক অসামর্থ্যের কারণে কিংবা সম্মান-হানির ভয়ে অপরের কাছে ভিক্ষা চায় না। পশু-পাখিরাও 'মাহরুম'ের অন্তর্গত।

৩১২৫-ক। পরকালের প্রতি সত্যিকার জীবন্ত ঈমান না থাকলে সত্যিকার দায়িত্ব-জ্ঞানও জন্মাতে পারে না। আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসের পরে পরেই ইসলামের দ্বিতীয় প্রধান বিশ্বাস হলো 'পরকালে বিশ্বাস'।

১
[৩৬] ৩৬। *এদেরকেই জান্নাতসমূহে সম্মান দেয়া হবে।
৭

لَوْلِكَ فِي جَنَّتِ مَكْرُومُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। কাফিরদের হয়েছে কী, তারা *তোমার দিকে দ্রুতবেগে দৌড়ে আসছে

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ডান দিক থেকেও এবং বাম দিক থেকেও^{৩১২৬}?

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এদের প্রত্যেকে কি এ আশা নিয়ে বসে আছে, তাকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে?

أَيُطْعَمُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّتَ نَعِيمٍ ﴿٣٩﴾

৪০। কখনো নয়। আমরা এদের যা দিয়ে সৃষ্টি করেছি নিশ্চয়^{৩১২৭} এরা তা জানে।

كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

৪১। অতএব সাবধান! আমি সব পূর্বের ও সব পশ্চিমের প্রভু-প্রতিপালকের কসম খাচ্ছি। আমরা নিশ্চয়ই ক্ষমতা রাখি

فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ ﴿٤١﴾

৪২। এদের স্থলে এদের^{৩১২৮} চেয়েও উত্তম (সৃষ্টি) নিয়ে আসার। আর আমাদের (পরিকল্পনা) ব্যর্থ করা যায় না।*

عَلَىٰ أَنْ تُبَدَّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا عَنْهُمْ بِمُتَّبِعِينَ ﴿٤٢﴾

৪৩। গাঅতএব প্রতিশ্রুত দিনের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত বাজে কথায় ও আমোদপ্রমোদে মগ্ন থাকতে এদের ছেড়ে দাও,

فَذَرَّهُمْ يُخَوِّضُونَ وَيُلْعَبُونَ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٤٣﴾

দেখুন : ক. ১৮ঃ১০৮; ২৩ঃ১২ খ. ১৪ঃ৪৩-৪৪ গ. ২৩ঃ৫৫; ৪৩ঃ৮৪; ৫২ঃ৪৬।

৩১২৬। এই আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াত মিলিয়ে ইসলামের আসন্ন বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করে বলছে, আরব দেশের মূর্তি-উপাসক গোত্রগুলো দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে এসে মাহনবী (সাঃ) এর নিকট পৌছবে এবং ইসলামের দীক্ষা গ্রহণের আবেদন করবে। আয়াত দুটি অন্য একটি ঘটনার দিকেও ইঙ্গিত করতে পারেঃ কুরায়শ দলপিতরা মাহনবী (সাঃ) এর নিকট এসে অতি লোভনীয় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল যে তিনি যদি কেবল তাদের মূর্তি ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে প্রচার ছেড়ে দেন তাহলে তিনি ধন, মান, নারী এমনকি রাজ্য চাইলেও তারা তাকে এইগুলো দিতে প্রস্তুত আছে। কেউ কেউ অন্য ঘটনার দিকেও আয়াতগুলোকে আরোপ করেন, যেমন, কাফিররা বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্নভাবে সাজ-সজ্জা করে মাহনবী (সাঃ) এর উপর তীব্রভাবে সম্মিলিত এক আক্রমণ চালিয়েছিল।

৩১২৭। এখানে 'মিম্মা' শব্দটি দ্বারা বুঝাচ্ছে, মানুষের ঐ সকল প্রাকৃতিক শক্তি ও যোগ্যতাসমূহ যেগুলোর দ্বারা আল্লাহ্ মানুষকে ভূষিত করেছেন।

৩১২৮। নবী করীম (সাঃ) এর শত্রুদের বলা হচ্ছে যে তাদের পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আর ঐগুলোর ধ্বংস-স্তূপ থেকে এক নতুন, উন্নতর ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটবে এবং তাদের স্থলে অন্য লোকেরা নেতৃত্বের স্থান দখল করবে।

★[৪১-৪২ আয়াতেও সব পূর্বের ও সব পশ্চিমের প্রভুকে সাক্ষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, এমন একযুগ আসবে যখন মানুষের ভাষায় বাক্‌ধারারূপে কয়েক ধরনের পূর্ব ও পশ্চিম শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ মধ্যপ্রাচ্য, নিকটপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত এতে এক আশ্চর্যজনক বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে উত্তম সৃষ্টি নিয়ে আসতে পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

★ ৪৪। *যেদিন এরা দ্রুতগতিতে এদের কবর থেকে বেরিয়ে আসবে যেন এরা (এদের) লক্ষ্যস্থলের দিকে দ্রুত ছুটে চলেছে

يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَانَتْهُمْ إِلَى
نُصْبٍ يُؤْفُضُونَ ۝

^২
[৬] ৪৫। অবনত চোখে। লাঞ্ছনা *এদের ছেয়ে ফেলবে^{৩১২৯}। এ
৮ হলো সেদিন, (যেদিনের) প্রতিশ্রুতি এদের দেয়া হতো।

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُفُهُمْ ذِلَّةً ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ
الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝

দেখুন : ক. ১০ঃ২৯, ১৭ঃ৯৮, ৩৪ঃ৪১ খ. ২১ঃ৯৯

৩১২৯। পূর্ববর্তী আয়াত ও এই আয়াত মক্কা পতনের পরে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের করুণতম অবস্থার জাজ্বল্যমান ছবি। বিজিত মক্কার বড় বড় নেতৃবৃন্দ যেদিন নবী করীম (সাঃ) এর সম্মুখে উপস্থিত হলো সেদিন মলিন, হতাশাগ্রস্ত ছিল তাদের মুখমণ্ডল। হতোদ্যম, ক্লান্ত-দুর্বল ছিল তাদের দেহ, ভীতিগ্রস্ত ও অবনত ছিল তাদের চোখ। অরপধবোধ ও নৈরাশ্যে আচ্ছাদিত ছিল তাদের হৃদয়-মন।